যায়যায়দিন

তারিখ 02 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

প্রাণবন্ত বই মেলায় সফল সমাপ্তি

ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইপ্রেমীদের প্রাণের মেলা, একুশে বই
মেলাও শেষ হয়ে গেল। লেখকের সঙ্গে প্রকাশক ও পাঠকের বন্ধুত্বের মে
একুশের এ বই মেলা। মেলা শুরুর আগে এর সাফল্য নিয়ে অনেক আশ
থাকলেও পরে তা হাওয়ায় উড়ে গেছে। দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফী
সর্বোপরি দেশে জরুরি অবস্থা জারি থাকার কারণে প্রকাশকরা অনেক শঙ্কি
ছিলেন। কিন্তু তাদের আশঙ্কাকে আনন্দে রূপায়িত করেছে রেকর্ড সৃষ্টিকারী ব
বিক্রির হিসাবটি।

এ বছর প্রায় ২০ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছা
হয়েছে। এটি গত বছরের দ্বিগুণ। গত বছর ১০ কোটি টাকার বই বি
হয়েছিল। তবে বাস্তবে বিক্রির পরিমাণ এর চেয়েও বেশি হতে পারে। কার
অনেক প্রকাশনা সংস্থা সঠিক হিসাব দেয়নি এবং প্রায় ২৫টি স্টল তাদের বিক্রি
হিসাব বাংলা একাডেমিতে জমা দেয়নি।

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে সম্প্রসারিত করে এবারের বই মেলার পরি
সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত বিস্তৃত করা হলেও তা যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয়নি
বাংলা একাডেমির এক হিসাব মতেই এবারের মেলায় প্রায় ২৫ লাখ লোকে
আগমন ঘটেছে। তাই এর পরিসর আরো বিস্তৃত করা দরকার ছি
সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পুরোটা নিয়ে এটাকে ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ার
রূপান্তরিত করার দাবিও উঠেছে। বিষয়টি কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারে।
বিপরীতেও কিছু মত উঠে এসেছে। খোলা প্রাঙ্গণে বই মেলার কিছু সমস্য
আছে, রোদ-বৃষ্টি, ধুলা ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে ফ্রাংকফুর্টের বই মেল
মতো বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণেও একটি বড় বিল্ডিং তৈরি করা যেতে পা
পরামর্শ ও মতামত তো আসবেই, সেখান থেকে ভালো দিকগুলো কর্তৃপক্ষ গ্র
করবে- এটাই প্রত্যাশিত।

বই কেনা-বেচা ছাড়াও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলন মেলা হিসেবে বই মেল
অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এখানে অনেকের সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ হয়, ভাবনা-চি
আদান-প্রদান ঘটে। চিত্তরঞ্জন সাহার স্বপ্নের বই মেলা এখন সবার মিলন মেল
পরিণত হয়েছে।

অর্থনৈতিক মন্দার ছাপ অন্য সব সেক্টরের মতো প্রকাশনা শিল্পেও পড়ে
কাগজের দাম বেড়ে গেছে। অন্যান্য খরচও বেড়েছে। এবার পাঠককে অ
চড়া দামেই বই কিনতে হয়েছে। গার্মেন্ট বা অন্যান্য শিল্পের মতো প্রকাশনাকে
একটি পরিপূর্ণ শিল্প হিসেবে বিবেচনা করার সময় হয়েছে। অন্যান্য শি
সরকারের যে সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা থাকে, প্রকাশনা শিল্পেও তেম
থাকা উচিত বলে মনে করেন অনেকেই।

বরাবরের মতো এবারের মেলায়ও শিশুদের জন্য আলাদা প্রহরের ব্যবস্থা ছি
বড়দের চাপে শিশুদের ঢোকাটা মুশকিল হয়ে যায় বলে বিশেষ কয়েকটি দিনে
ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যবস্থাটি সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রাণবন্ত এ মেলার স
সমাপ্তির জন্য কর্তৃপক্ষের প্রশংসা করতেই হবে।

অনেক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কোনো প্রকাশনা না থাকলেও তারা মেলায় স্টল ব
পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বেসরকারি রেডিও, ব্যাংক, প্রযুক্তি কম্পানি
এনজিও। প্রতিষ্ঠানগুলো স্টল বরাদ্দ নিয়ে প্রকাশনা বেচাকেনা না করে নিজে
প্রচারেই তাদের কর্মকাণ্ড সীমিত রেখেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কয়ে
প্রকাশনী নীতিমালার শর্ত পূরণ না করেই স্টল বরাদ্দ পেয়েছে। নীতিমালা
করে অনেক প্রকাশক নকল ও নিম্নমানের বই বিক্রি করেছেন। অনেকে আ
ভঙ্গ করে অন্যান্য প্রকাশনা সংস্থার বইও বিক্রি করেছেন। কোনো কো
প্রকাশক কিংবা প্রতিষ্ঠান ২৫ শতাংশ কমিশন বা ছাড়ে বই বিক্রি করেনি ব
অভিযোগ উঠেছে। এসব বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে বা
একাডেমির তেমন কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি। অথচ বাংলা একাডেমি প্র
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৮ : নীতিমালা ও নিয়মাবলী নামে পুস্তিকায় ২১টি ধ
ও অসংখ্য উপধারায় নীতিমালা ও নিয়মাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। আগামিতে
মেলা আয়োজনের সময় এসব ত্রুটি ও অনিয়মের দিকে নজর দেয়া উচিত।

জ্ঞান ও সেবার অপরূপ মেলবন্ধন হিসেবে বাংলা একাডেমির বই মেলা আমা
জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতে এটি আরো বিকশিত হবে- এ
আমরা আশা করি। সে জন্য দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষেরও করণীয় আছে অনেক কি